১৯৭১

আরেফিন

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (বাংলা/ইংরেজি/উর্দু)

- প্রতিষ্ঠিত হয়— ২৬ মার্চ, ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
- প্রতিষ্ঠা করেন- ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন— জিয়াউর রহমান
- পাক বিমান বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে বন্ধ হয়- ৩০ মার্চ, ১৯৭১ সালে
- পরবর্তী সম্প্রচার শুরু কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে— ২৫ মে, ১৯৭১ সালে।
- প্রথম নারী শিল্পী ছিলেন—নমিতা ঘোষ
- পত্রিকা পাঠ করেন— বেলাল মোহাম্মদ

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র → বাংলাদেশ বেতার

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (চরমপত্র)

- চরমপত্র সিরিজটির পরিকল্পনাকারী- আব্দুল মান্নান।
- স্থানীয় ঢাকাইয়া ভাষায় স্ক্রিপ্ট লেখা ও উপস্থাপন করেন- এম আর আখতার মুকুল।
- চরমপত্র (কথিকা) পাঠ করেন- এম আর আখতার মুকুল
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল— চরমপত্র পাঠ ও জল্লাদের দরবার
- ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ করে “জল্লাদের দরবার” অনুষ্ঠানটি চরিত্রায়িত করেন— কেল্লা ফতেহ আলী খান

কণ্ঠযোদ্ধা সুজেয় শ্যাম

- **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা সুজেয় শ্যাম মারা যান- ১৭ অক্টোবর, ২০২৪**
- তার করা উল্লেখযোগ্য গানগুলোর মধ্যে আছে- 'বিজয় নিশান উড়েছে ওই', 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি', 'রক্ত চাই রক্ত চাই'

ঐতিহাসিক তেলিয়াপাড়া

- ১৯৭১ সালে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ৪ এপ্রিল দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ২৭ জন সেনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ৪ এপ্রিল এ বৈঠকেই মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র রণাঙ্গনকে ৪ টি সেক্টরে ভাগ করেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী। ১১ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আরো ৩ টি সেক্টর যোগ করেন। ১১ জুলাই কোলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডের সচিবালয়ে মোট ১১ সেক্টর ও ৬৪ টি সাব-সেক্টরের ঘোষণা দেয়া হয়।

৬ এপ্রিল ১৯৭১

দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত কেএম শিহাবুদ্দিন (সেকেন্ড সেক্রেটারি) এবং আমজাদুল হক (প্রেস এটাচে) বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে পদত্যাগ করেন।

কোনো বাঙালি কূটনীতিকের এটাই প্রথম পদত্যাগ।

মুজিবনগর সরকার

- গঠনের স্থান: আগরতলা (ত্রিপুরার রাজধানী)
- গঠনের সময়: ১০ এপ্রিল ১৯৭১
- অন্য নাম: প্রবাসী/অস্থায়ী সরকার /বাংলাদেশের প্রথম সরকার/Govt in Exile

১০ এপ্রিল ১৯৭১

- ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠিত হয় বলে তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা দেন।
- এদিন **স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) গৃহীত হয়।**
- ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' ঘোষিত হয়। যেহেতু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কার্যকর হয় ২৬ মার্চ, ১৯৭১; সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হয়- ২৬ মার্চ, ১৯৭১

- ১ম অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র
- ২য় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান- অস্থায়ী সংবিধান আদেশ

১১ এপ্রিল ১৯৭১

- তাজউদ্দীন আহমদ বেতার ভাষণে মুজিবনগর সরকার গঠনের ঘোষণা দেন।
- আকাশবাণীসহ গণমাধ্যমে সরকার গঠনের খবর প্রচারিত হয়।

১২ এপ্রিল

- মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়।
- বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধের ও সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- এমএ জি ওসমানীকে মন্ত্রী মর্যাদায় প্রধান সেনাপতি ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান (Commander in Chief) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৭ এপ্রিল

- মুজিবনগর সরকার **মেহেরপুর জেলার** ভবের পাড়া গ্রামের **বৈদ্যনাথতলায়** (আম্রকানন) শপথ গ্রহণ করে

  [প্রথমে নির্ধারিত ছিল: চুয়াডাঙ্গায়]

- ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার দিবস।

- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র **আনুষ্ঠানিকভাবে (Proclamation of Independence) পাঠ**

- **স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু**

মুজিবনগর সরকার শপথ

- সদস্য: ৬ জন
- ধরন: রাষ্ট্রপতি শাসিত
- মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল: ১২ টি।
- শপথের স্থান: মেহেরপুর জেলার ভবেরপাড়া ইউনিয়নের বৈদ্যনাথ তলায় (মুজিবনগর)
- শপথের সময়: ১৭ এপ্রিল

- **শপথ বাক্য পড়ান: অধ্যাপক ইউসুফ আলী (চিফ হুইপ)**
- শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন: **আবদুল মান্নান।**

গার্ড অফ অনার

শপথ গ্রহণের পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে চুয়াডাঙ্গার **SDPO মাহবুব উদ্দিনের** নেতৃত্বে ১২ জন আনসার গার্ড অফ অনার প্রদান করেন।

নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন

মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

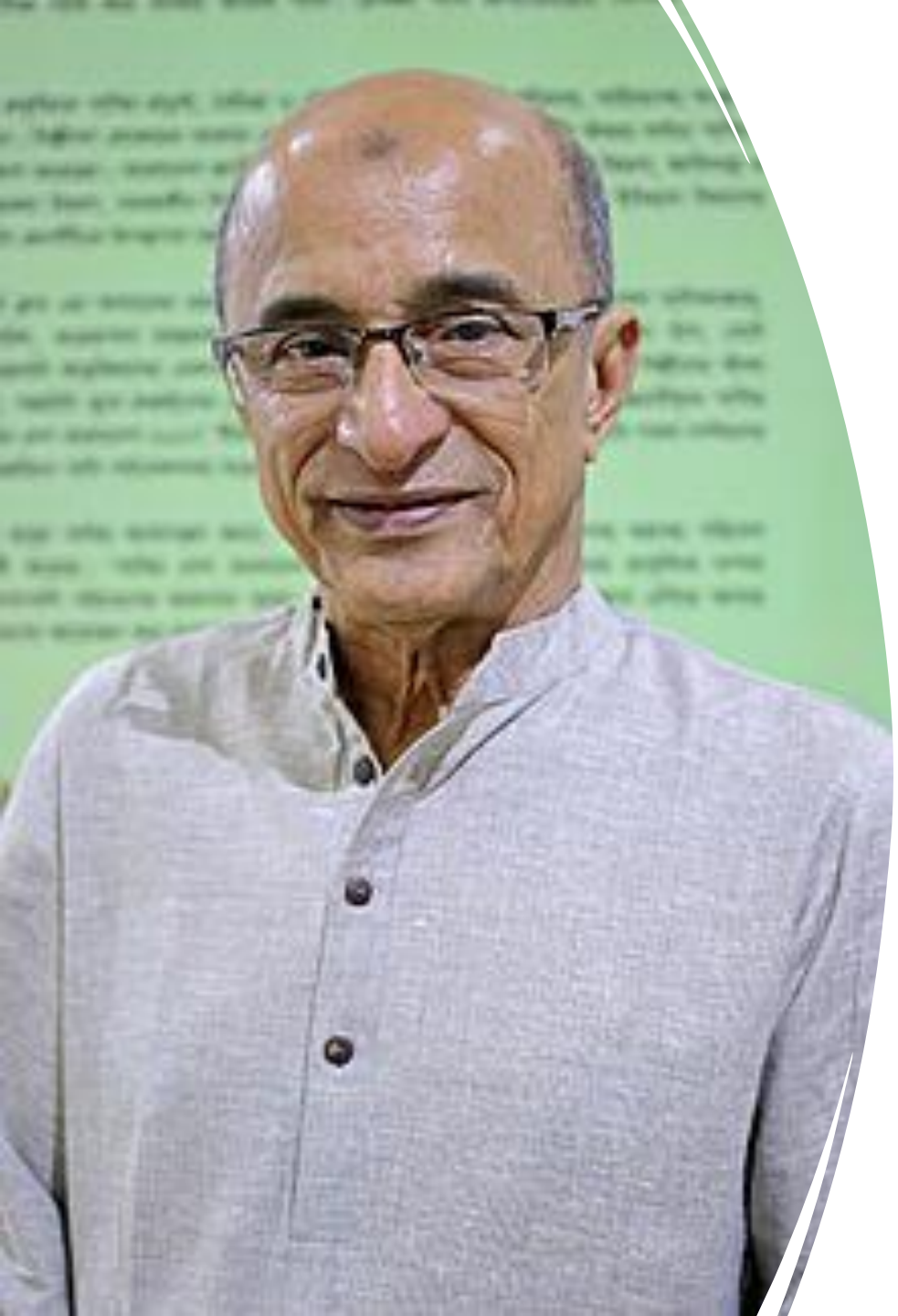

অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন

- মেহেরপুরের সাবডিভিশান অফিসার তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার **থিয়েটার রোডের ৮ নম্বর বাড়িটিতে** ছিল প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের কার্যালয়

P2A

১৮ এপ্রিল

- মুজিবনগর সরকারের দপ্তর বন্টন করা হয়

মুজিবনগর সরকার

- রাষ্ট্রপতি: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- অস্থায়ী/উপরাষ্ট্রপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম

P2A

তাজউদ্দীন আহমদ

প্রধানমন্ত্রী

প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার,

অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

P2A

তাজউদ্দিন আহমদ: প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা

- তথ্য, সম্প্রচার ও বেতার এবং টেলিযোগাযোগ
- অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
- শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ
- সংস্থাপন ও প্রশাসন এবং যে বিষয়ের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের অন্য কোনো সদস্যকে দেয়া হয়নি।

P2A

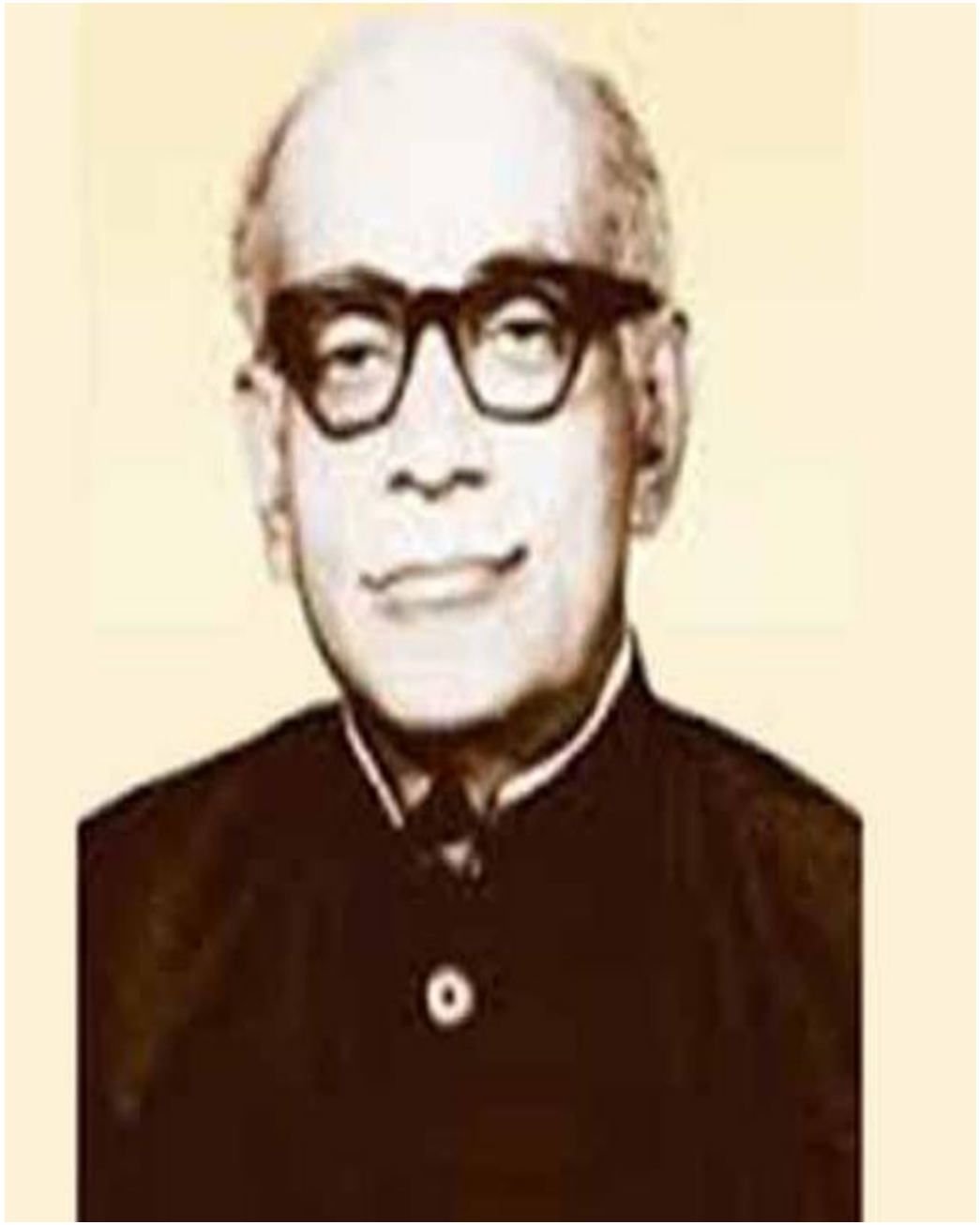

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও জাতীয় রাজস্ব, শিল্প-

বাণিজ্য, পরিবহন, খাদ্য, বস্ত্র

এএইচএম কামারুজ্জামান

- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
- কৃষি, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন

P2A

খন্দকার মোশতাক

পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী

মুজিবনগর সরকারের মোট মন্ত্রণালয় ১২

- সচিব ছিল: ১০ জন
- অর্থ সচিব ছিল: খন্দকার আসাদুজ্জামান
- পররাষ্ট্রসচিব: জনাব মাহবুবুল আলম চাষী

P2A

এইচ টি ইমাম

- কেবিনেট সচিব

মুজিবনগর সরকার

নারীনেত্রী: বেগম রাজিয়া ওসমান

P2A

- **২২ ডিসেম্বর ১৯৭১-**প্রবাসী সরকার বাংলাদেশে ফেরৎ আসে।
- ১২ জানুয়ারি ১৯৭২-মুজিবনগর সরকারের মেয়াদ শেষ হয়।

মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ

গঠন: ০৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ **

সদস্য: ৫ টি রাজনৈতিক দলের ৮ জন।

P2A

মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ

- ❑ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (সভাপতি)-NAP
- ❑ তাজউদ্দীন আহমেদ-AL
- ❑ খন্দকার মোশতাক-AL
- ❑ কমরেড মনি সিংহ-BCP
- ❑ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ-NAP
- ❑ শ্রী মনোরঞ্জন ধর-BNC
- ❑ এম মনসুর আলী
- ❑ এইচ এম কামারুজ্জামান

P2A

মুজিবনগর সরকারের প্ল্যানিং সেল

Planning Cell: প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে স্বাধীন দেশের উপযোগী প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রকে কীভাবে ঢেলে সাজানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য সরকার একটি প্লানিং সেল গঠন করে। প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন- সনৎ কুমার সাহা ও গবেষণা কর্মকর্তা- ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

P2A

বাংলাদেশ নাগরিক কমিটি (BCC)

- মুক্তিযুদ্ধকালীন ড. মুহাম্মদ ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের ন্যাশভিলে গঠন করেন বাংলাদেশ নাগরিক কমিটি (BCC). এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল- মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন আদায় এবং পাকিস্তানকে সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করতে মার্কিন কংগ্রেসে লবিং করা। তথ্য প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন- 'বাংলাদেশ নিউজলেটার' নামে পত্রিকা

মুক্তিযুদ্ধে সামরিক প্রশাসন

- ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, আনসার ও পুলিশবাহিনী উচ্চপদস্থ বাঙালি সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা করে।

P2A

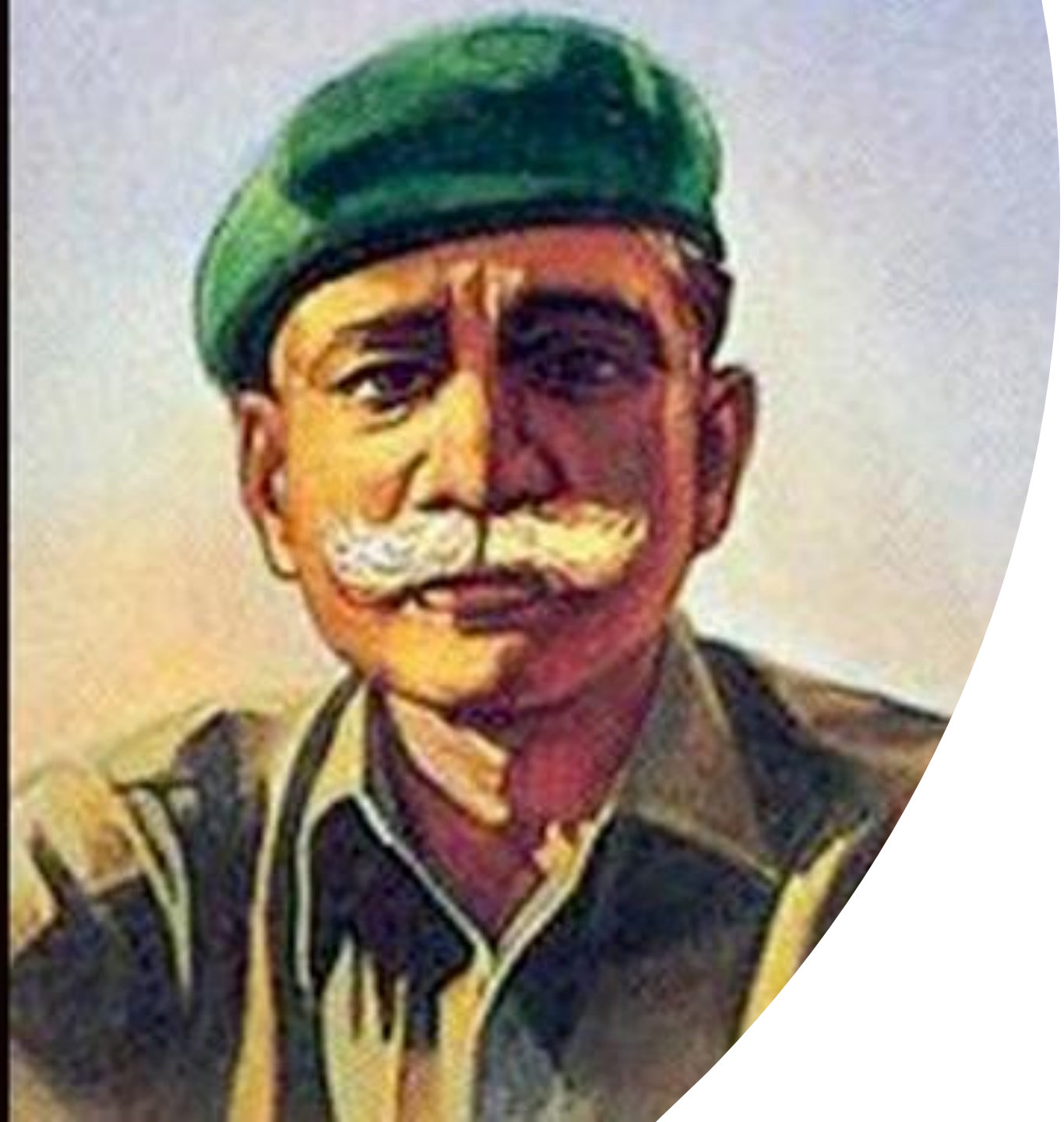

মুক্তিবাহিনীর প্রধান

সেনাপতি: এম এ জি ওসমানী

চিফ অফ স্টাফ:

অব. কর্নেল আব্দুর

রব

- সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর ছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায়

ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ ও মুক্তিবাহিনীর উপকমান্ডার: একে খন্দকার

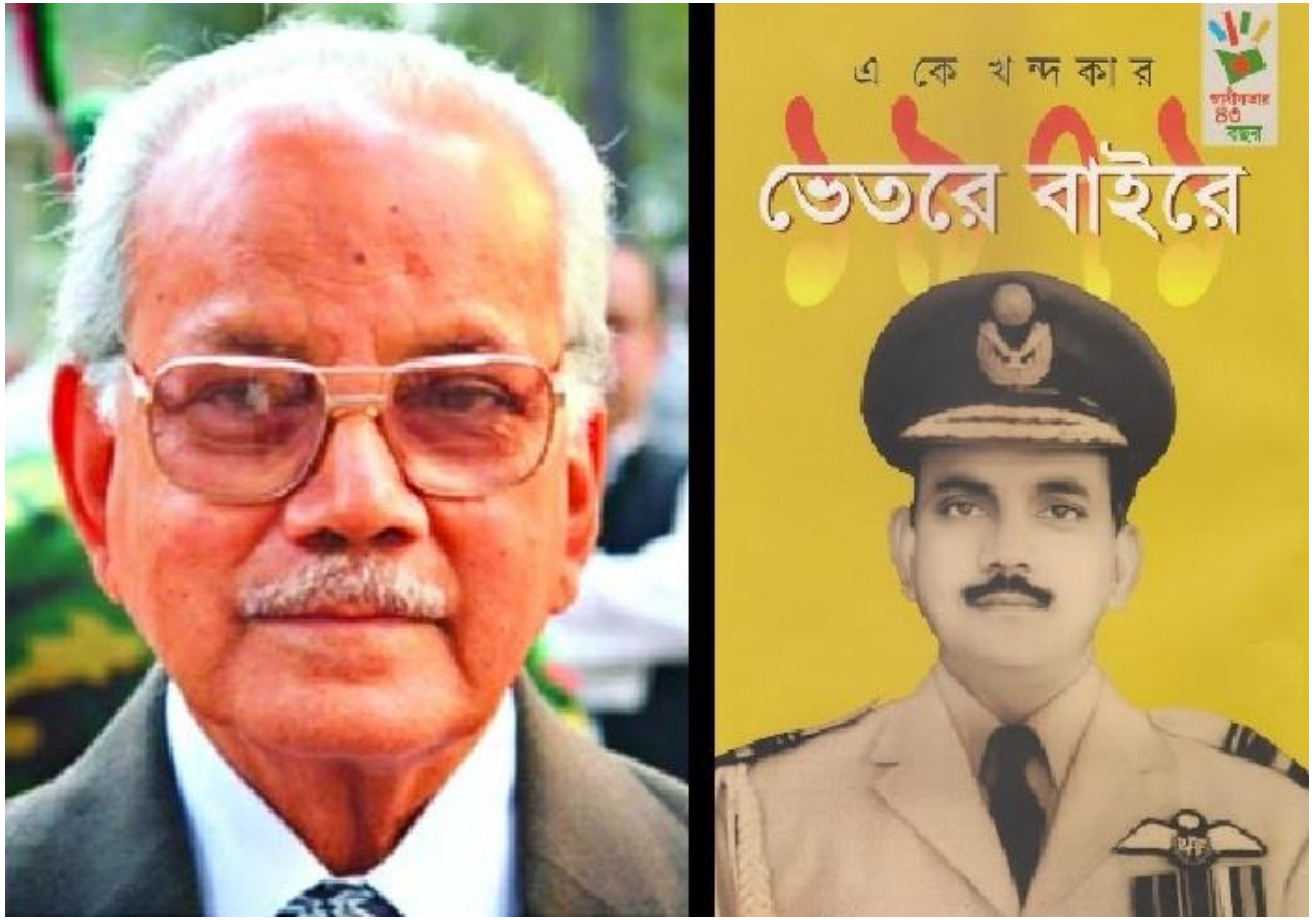

১৮ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে ভারতের কলকাতায় পাকিস্তানের দূতাবাসে সর্ব প্রথম বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনার **এম হোসেন আলী।**

মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮-১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪)

- ১৯৪২: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মেজর
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বার্মা (মিয়ানমার) রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর একটি ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেন।
- ১৯৬৭: কর্নেল পদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ
- ৭০ নির্বাচন: সিলেট থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন
- পাকিস্তানিরা ডাকত: পাপা টাইগার নামে

মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮-১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪)

- ৪ এপ্রিল, ১৯৭১: তেলিয়াপাড়া রণকৌশলের নেতৃত্ব প্রদান করেন
- ১২ এপ্রিল, ১৯৭১: বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর (Bangladesh Forces) প্রধান সেনাপতি হন
- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১: মুক্তিবাহিনীর সিইনসি (কমান্ডার ইন চিফ) নিযুক্ত হন
- ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১: স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন
- সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬: জাতীয় জনতা পার্টি নামে দল গঠন করেন।

আবদুল করিম খন্দকার

- মুক্তিযুদ্ধে আবদুল করিম খন্দকার ছিলেন মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি (ডেপুটি কমান্ডার)
- বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রথম প্রধান
- অপারেশন কিলোফ্লাইটের সমন্বয়ক
- ২১ নভেম্বর গ্রুপ ক্যাপ্টেন হন
- এম. এ. জি. ওসমানীর ব্যক্তিগত ডেপুটি ইন চার্জ।
- পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- বাংলাদেশ সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের চেয়ারম্যান ছিলেন
- তাঁর রচিত বই: "১৯৭১: ভেতরে বাইরে" (২০১৪ সালে প্রকাশিত)

মুক্তিবাহিনী

নিয়মিত

অনিয়মিত

নিয়মিত বাহিনী

সেক্টর ট্রুপস

ব্রিগেড ফোর্স

সেকটর ট্রুপস

১১ টি সেক্টর (দায়িত্ব সেক্টর কমান্ডার)

৬৪টি সাব সেক্টর

ব্রিগেড ফোর্স

- Z Force- মেজর জিয়াউর রহমান
- S Force-মেজর কে এম শফিউল্লাহ
- K Force-মেজর খালেদ মোশাররফ

অনিয়মিত

বাহিনী

ছাত্র/যুবকরা

গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য এদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল।

সরকারি নাম গণবাহিনী

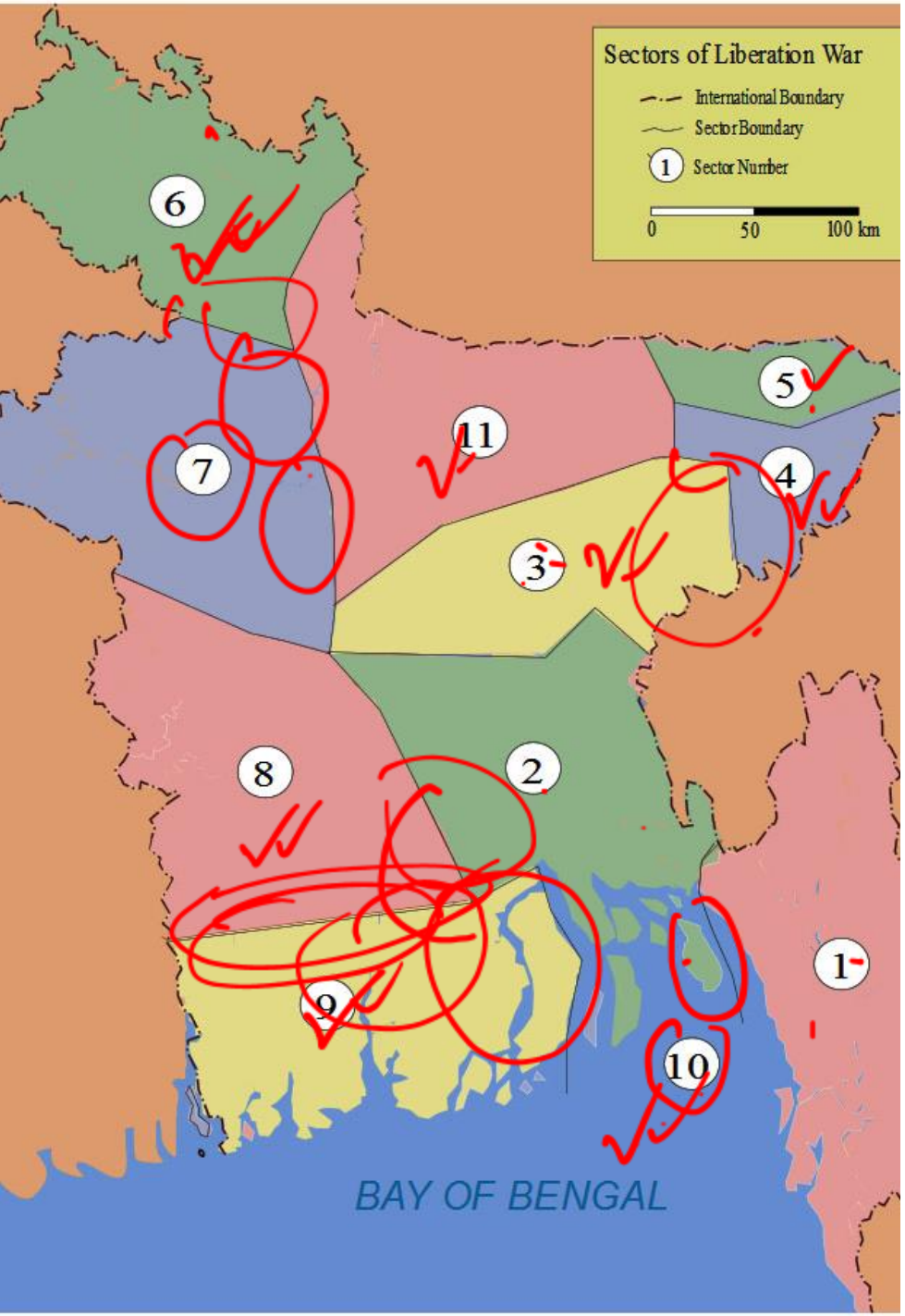

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর

১১টি

যুদ্ধক্ষেত্র	বিস্তৃতি	কমান্ডার
১নং সেক্টর	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত	মেজর জিয়া, মেজর রফিকুল ইসলাম
২নং সেক্টর এবং "কে" ফোর্স	নোয়াখালী, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, ঢাকা শহরসহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, ও ফরিদপুরের অংশবিশেষ।	মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এটিএম হায়দার
৩নং সেক্টর এবং "এস" ফোর্স	কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেললাইনের উত্তরাংশ), সিলেট জেলার অংশবিশেষ (লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ লাইনের দক্ষিণাংশ), ঢাকা জেলার উত্তরাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা	মেজর কে.এম.সফিউল্লাহ, মেজর এএনএম নুরুজ্জামান

৪নং সেক্টর	সিলেট জেলার অংশবিশেষ (১) পশ্চিম সীমান্ত: তামাবিল-আজমিরীগঞ্জ-লাখাই লাইন এবং (২) দক্ষিণ সীমান্ত: লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ লাইন	মেজর সি.আর.দত্ত
৫নং সেক্টর	সিলেট জেলার বাকি অঞ্চল (তামাবিল-আজমিরীগঞ্জ লাইনের পশ্চিমাংশ)	মেজর মীর শওকত আলী (টাইগার লীডার)
৬নং সেক্টর	সমগ্র রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা	উইং কমান্ডার এম.কে.বাশার
৭নং সেক্টর	সমগ্র বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা ও দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চল	মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নাজমুল হক

৮নং সেক্টর	কুষ্টিয়া ও যশোর এর সমগ্র এলাকা, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা।	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এম.এ.মনজুর
৯নং সেক্টর	সমগ্র বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলা (সাতক্ষীরা বাদে), ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং গোপালগঞ্জ	মেজর এম.এ.জলিল
১০নং সেক্টর	কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। কেবলমাত্র নৌ-কম্যান্ডোদের নিয়ে গঠিত। যে সেক্টরের এলাকায় কম্যান্ডো অভিযান চালানো হতো, কম্যান্ডোরা সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করত।	মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডার
১১নং সেক্টর	কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।	মেজর এম.আবু তাহের

ছন্দ: জিয়ার খাস দশ বানুর ওজন শুন্যতা

জিয়া – জিয়াউর রহমান (১ নং)

খা- খালেদ মোশারফ (২নং)

স – কে এম সফিউল্লাহ (৩নং)

দ - সি আর দত্ত (৪ নং)

শ – মীর শওকত আলী (৫ নং)

বা – উইং কমান্ডার বাশার (৬ নং)

নুর – কাজী নুরুজ্জামান (৭নং)

ও – ওসমান চৌধুরী (৮ নং)

জন- মেজর জলিল (৯ নং)

শুন্য – শুন্য (কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিলনা) (১০নং)

তা – কর্নেল তাহের (১১নং)

১নং সেক্টর

- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত
- আয়তনে বড় সেক্টর
- **সদর দপ্তর: হরিনা।**
- কমান্ডার: মেজর জিয়া, মেজর রফিকুল ইসলাম

২নং সেক্টর এবং "কে" ফোর্স

- নোয়াখালী, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, ঢাকা শহরসহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, ও ফরিদপুরের অংশবিশেষ।
- **সদর দপ্তর:** মেলাঘর
- কমান্ডার: মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এটিএম হায়দার

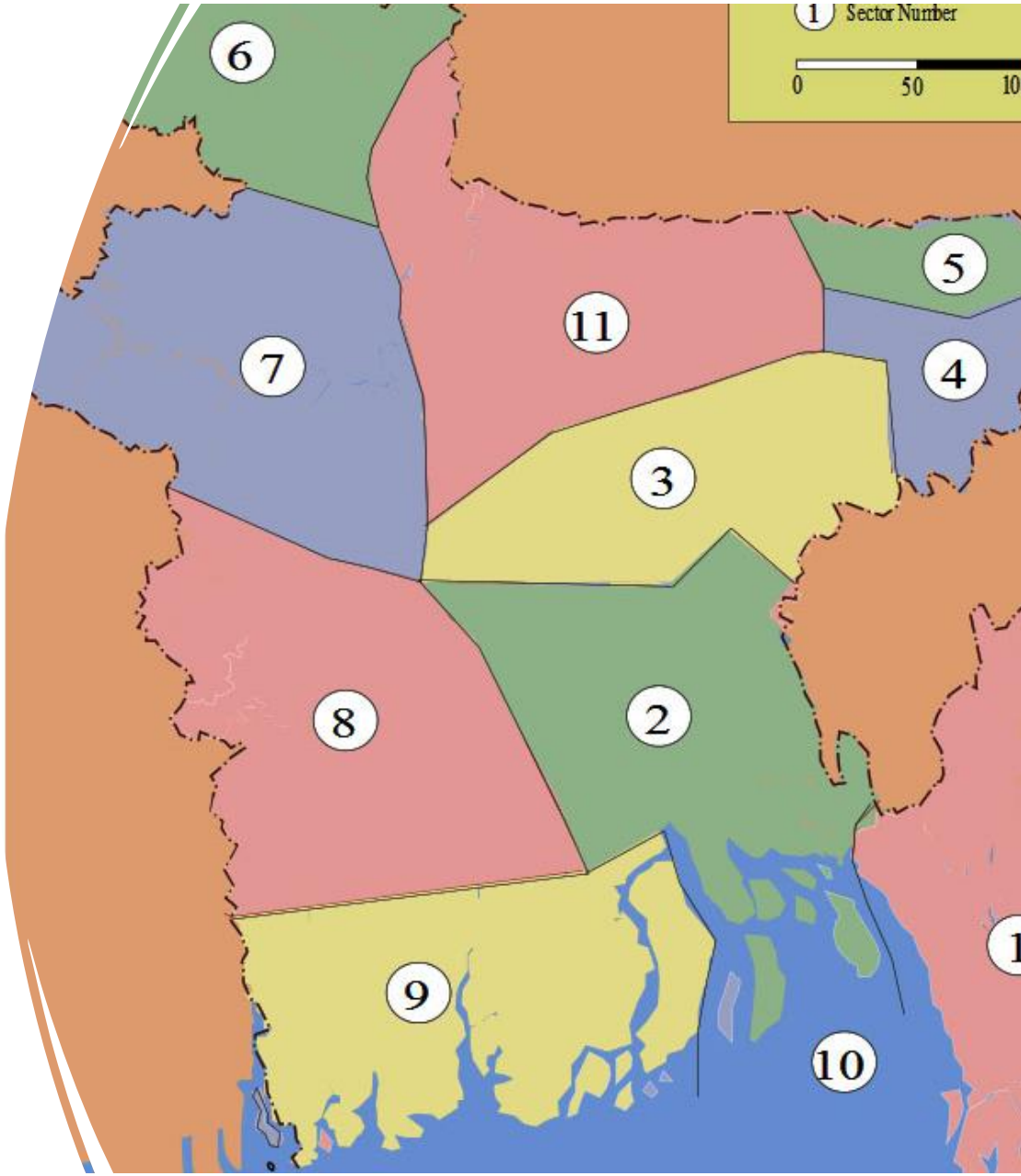

৩নং সেক্টর এবং "এস" ফোর্স

- কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ, সিলেট জেলার অংশবিশেষ, ঢাকা জেলার উত্তরাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা।
- **সদর দপ্তর:** হেজামারা
- সবচেয়ে বেশি উপসেক্টর (১০টি)
- কমান্ডার: মেজর কে.এম.সফিউল্লাহ, মেজর এএনএম নুরুজ্জামান

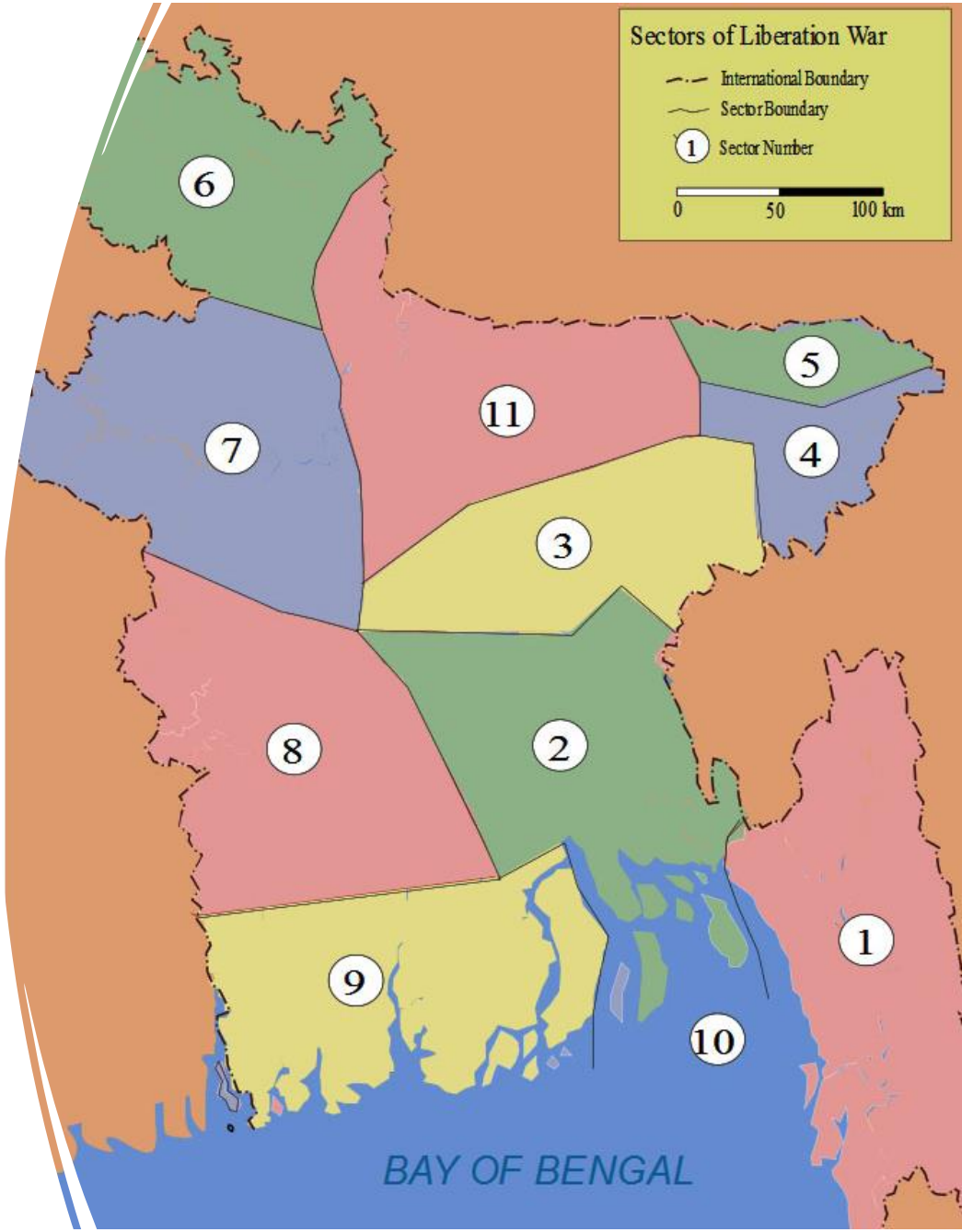

৪নং সেক্টর

- সিলেট জেলার অংশবিশেষ
- **সদর দপ্তর: করিমপুর (১ম) ও মাসিমপুর (২য়)**
- কমান্ডার: মেজর সি.আর.দত্ত

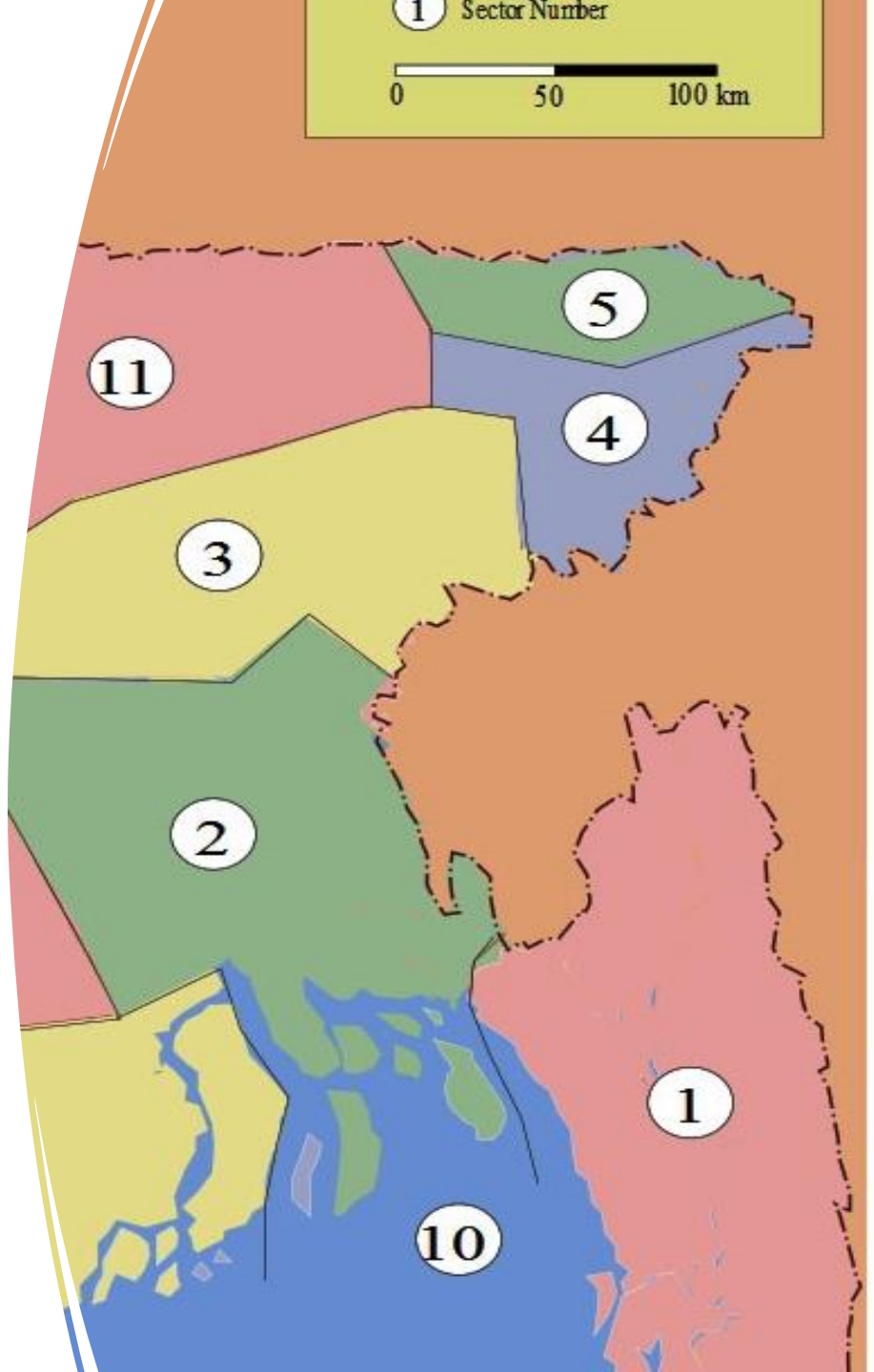

৫নং সেক্টর

- সিলেট জেলার বাকি অঞ্চল
- **সদর দপ্তর:** বাঁশতলা
- কমান্ডার: মেজর মীর শওকত আলী (টাইগার লীডার)

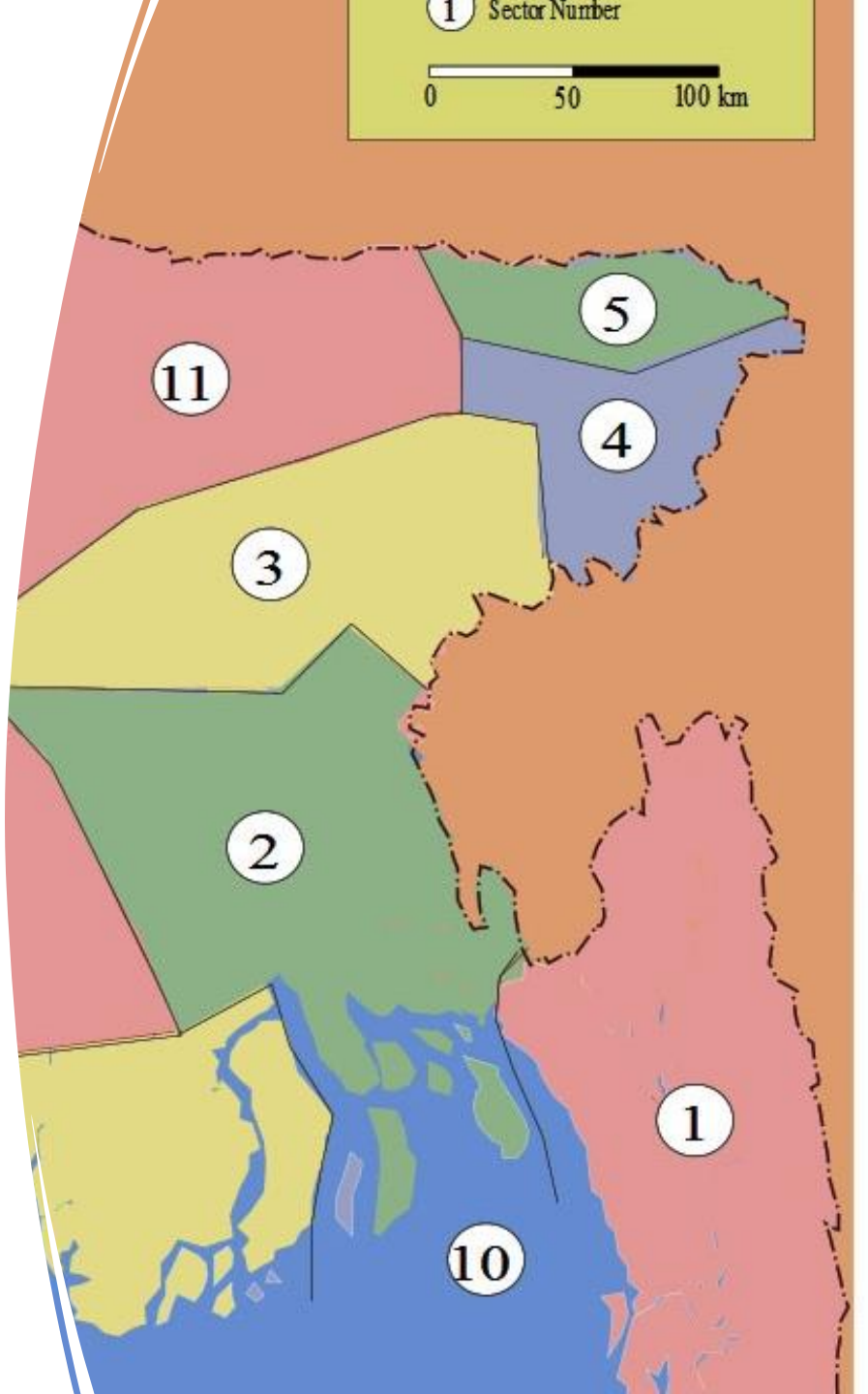

৬নং সেক্টর

- **সমগ্র রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা**
- **সদর দপ্তর:** পাটগ্রাম
- কমান্ডার: উইং কমান্ডার এম.কে.বাশার

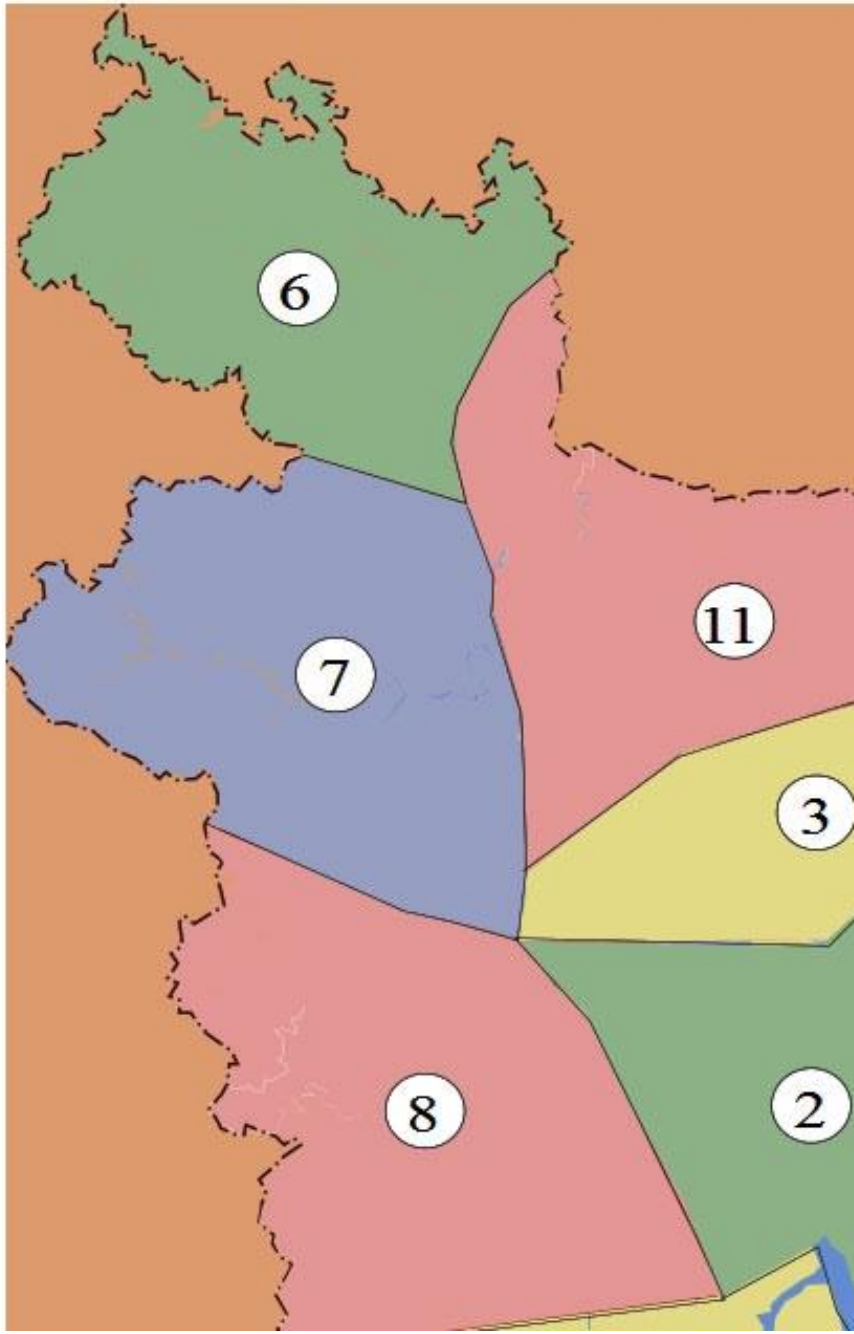

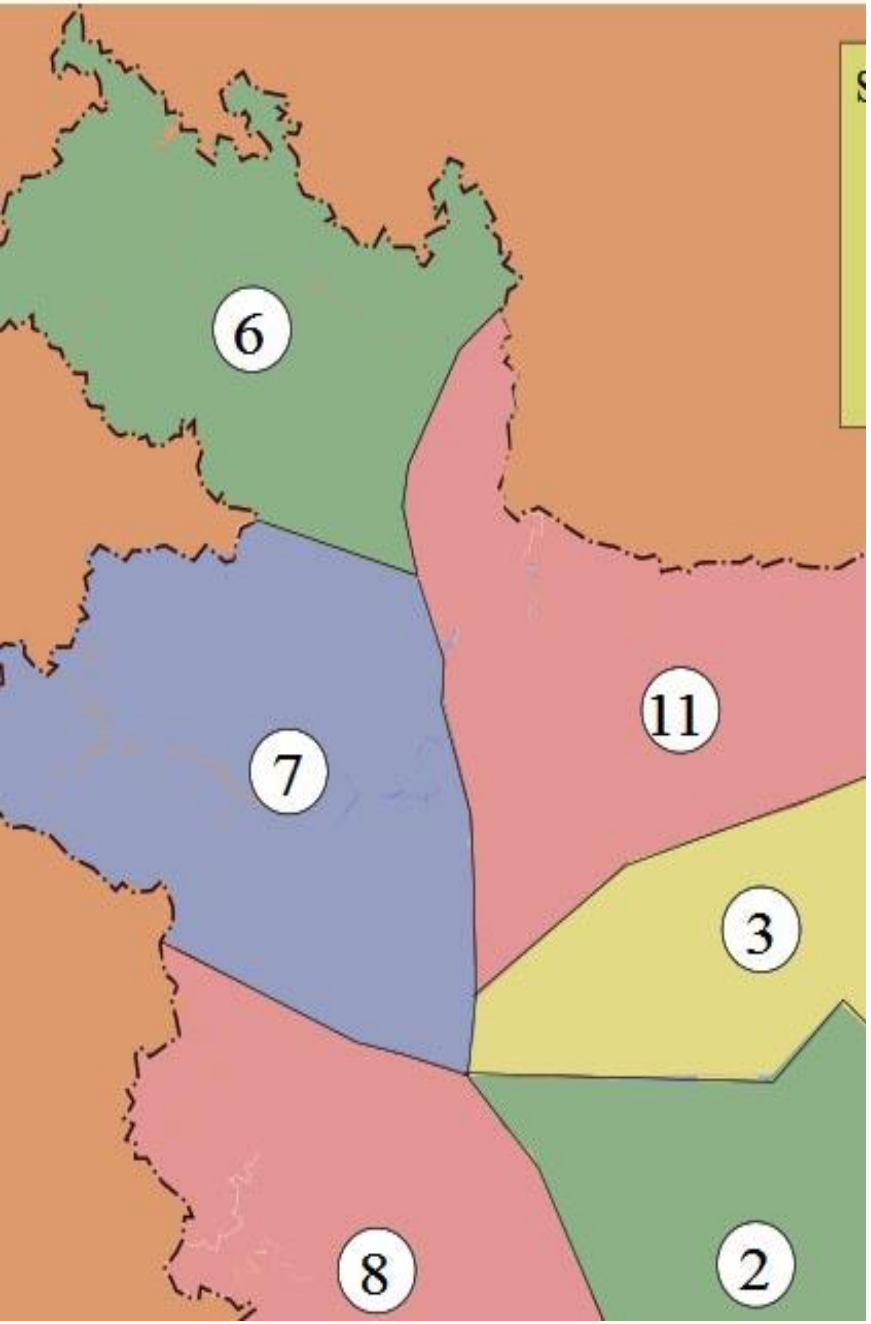

৭নং সেক্টর

- **সমগ্র বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা ও দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চল**
- **সদর দপ্তর:** তরঙ্গপুর।
- কমান্ডার: মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নাজমুল হক

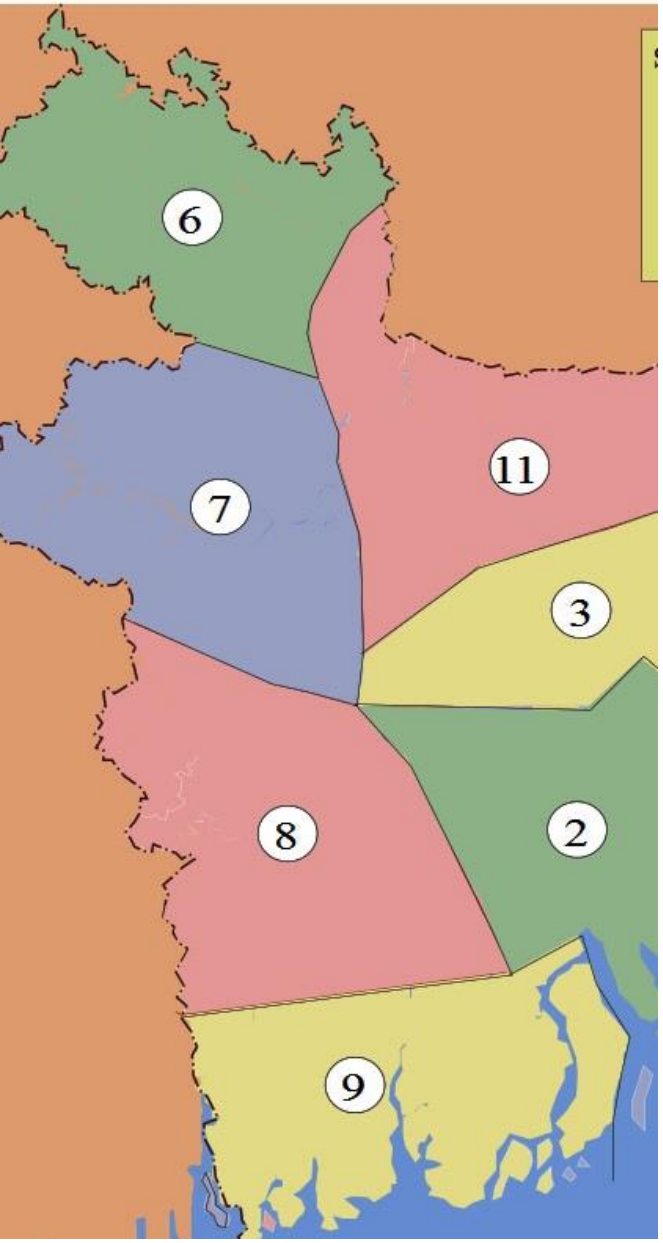

৮নং সেক্টর

- কুষ্টিয়া ও যশোর এর সমগ্র এলাকা, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা।
- মুজিবনগর এ সেক্টরে অবস্থিত।
- **সদর দপ্তর: কল্যাণী**
- কমান্ডার: মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এম.এ.মনজুর

৯নং সেক্টর

- সমগ্র বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলা (সাতক্ষীরা বাদে), ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং গোপালগঞ্জ
- **সদর দপ্তর: টাকি, বশিরহাট**
- কমান্ডার: মেজর এম.এ.জলিল

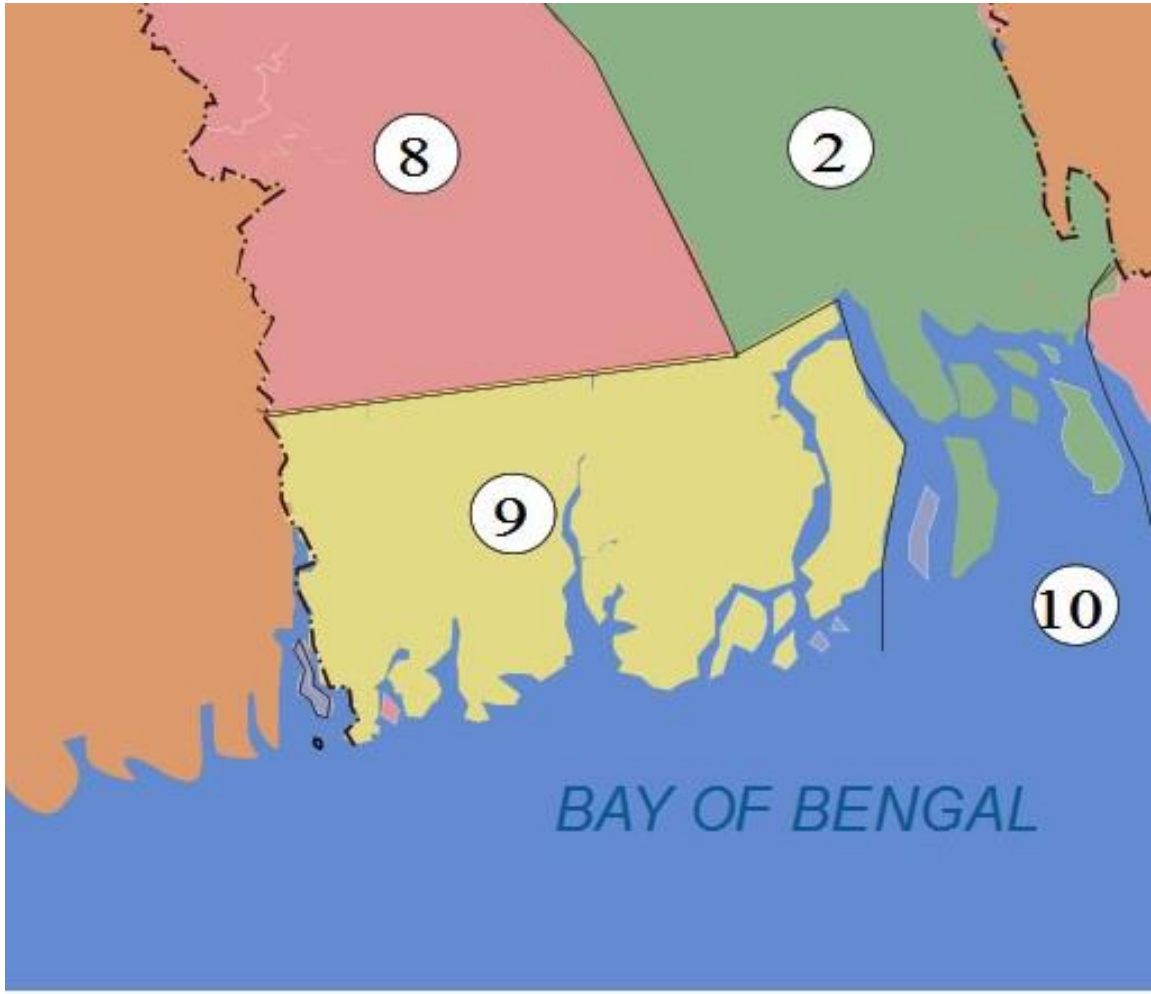

মেজর এম.এ.জলিল

এম. এ জলিল (মোহাম্মদ আব্দুল জলিল)

(৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২- ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৯)

- ৯ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার।
- তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী (৩১ ডিসেম্বর যশোর থেকে ঢাকায় যাওয়ার পথে আরো ১৬ জন মুক্তিযোদ্ধার সাথে গ্রেফতার হন।
- জাসদ ও 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' এর নেতা।
- তাঁর রচিত গ্রন্থ- অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, সীমাহীন সমর, কৈফিয়ত ও কিছু কথা, Bangladesh Nationalist Movement for Unity: A Historical Necessity.
- মৃত্যু: ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৯ (পাকিস্তানের ইসলামাবাদে)

১০নং সেক্টর

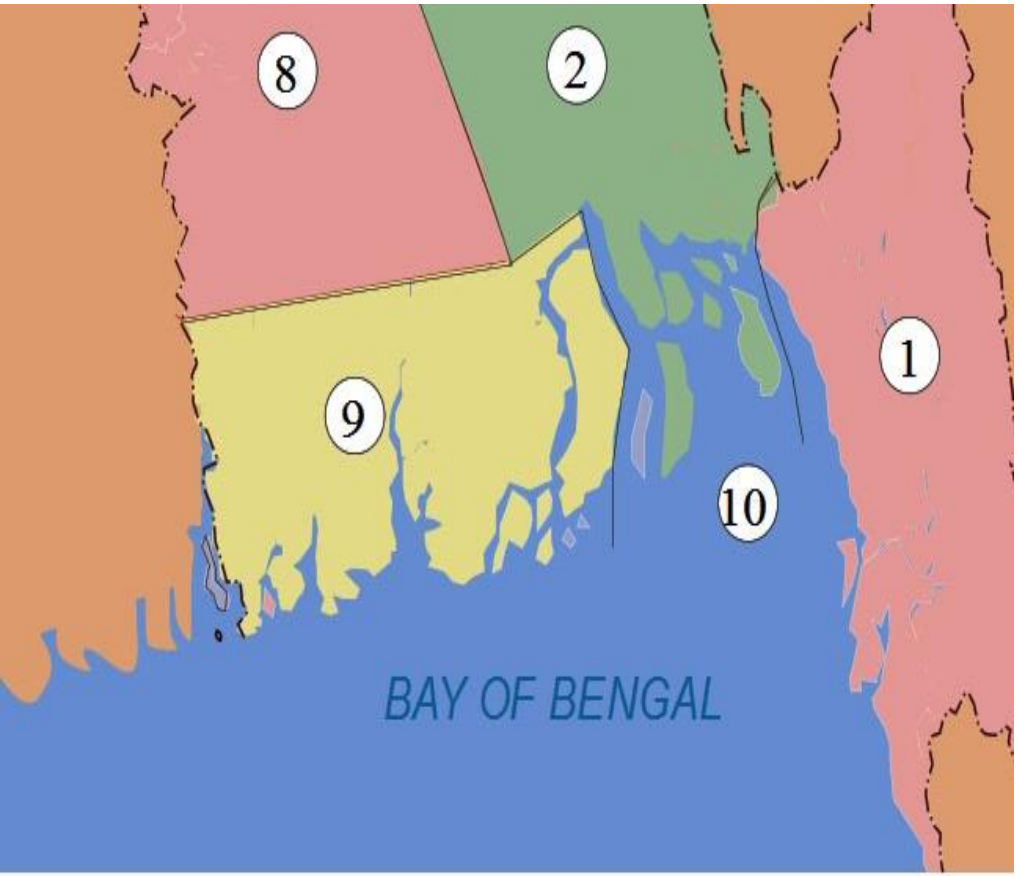

- কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। কেবলমাত্র নৌ-কম্যান্ডোদের নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলো না। সরাসরি প্রধান সেনাপতির অধীনে ছিলো। ১ নং সেক্টর থেকে বার্তা পেতো।

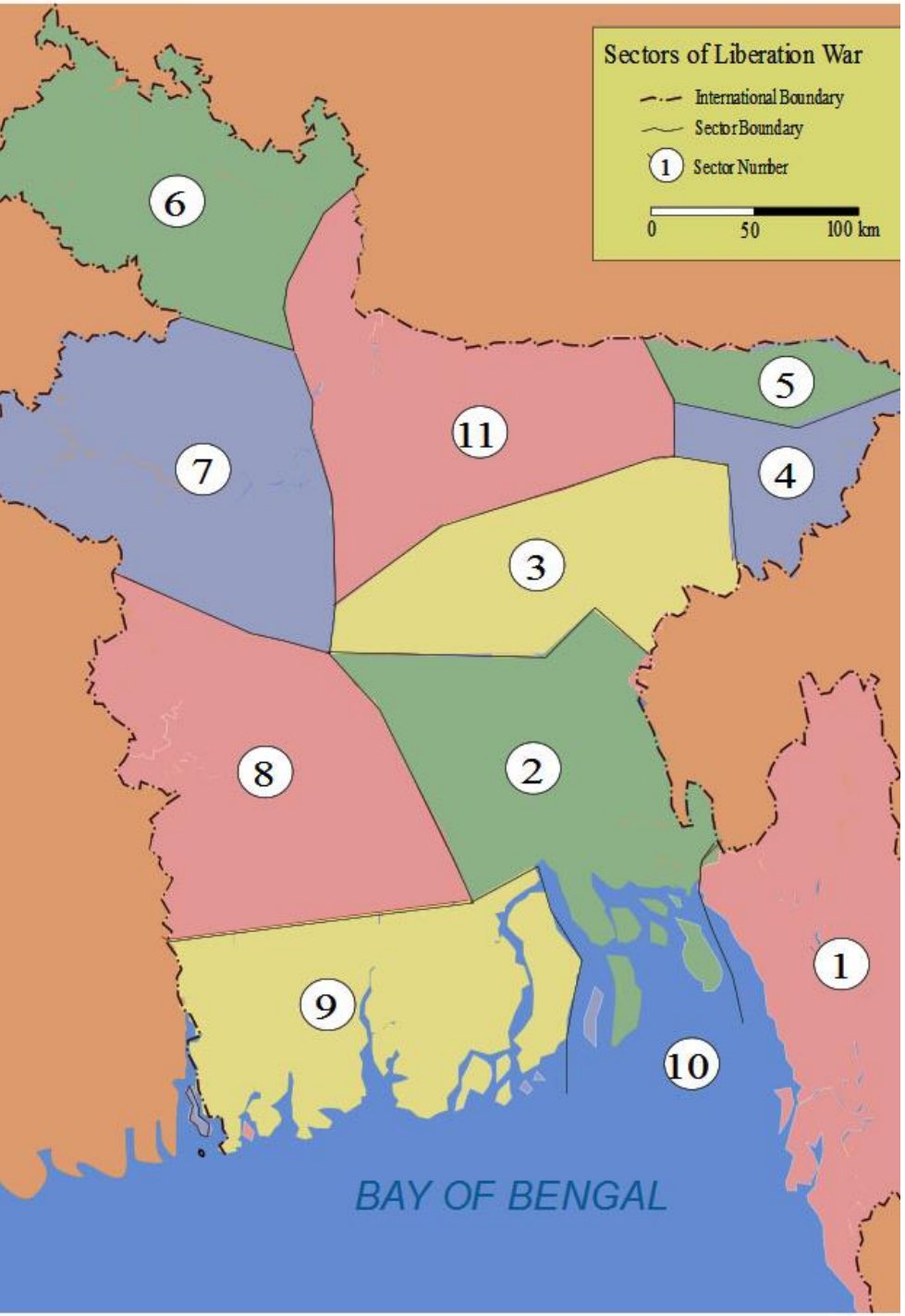

১১নং সেক্টর

- কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।
- সদর দপ্তর: মহেন্দ্রগঞ্জ।

কমান্ডার: মেজর আবু তাহের

- চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম- সেক্টর-১
- ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, টাঙাইল- সেক্টর-১১
- রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ- সেক্টর-০৭
- ঢাকা- সেক্টর-২, ৩
- কুমিল্লা- সেক্টর-২
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া- সেক্টর-২
- সিলেট- সেক্টর-৪, ৫
- রংপুর, দিনাজপুর- সেক্টর-৬

- কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর- সেক্টর-৮
- খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী- সেক্টর-৯
- সুন্দরবন- সেক্টর-৯
- মুজিবনগর- সেক্টর-৮

- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর ছিল- ২নং সেক্টরের অধীনে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা জেলা ছিল- ২নং ও ৩নং সেক্টরে।

- মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর ছিল ৮নং সেক্টরে।
- মুক্তিযুদ্ধে অনিয়মিত/ব্যতিক্রমী সেক্টর ছিল - ১০নং সেক্টর (নৌ-বাহিনীর সেক্টর)
- নৌবাহিনীর আটজন বাঙালি কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত সেক্টর - ১০নং সেক্টর।
- মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি জাহাজের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযানের নাম ছিল - অপারেশন জ্যাকপট।

যৌথ বাহিনী (The Joint Forces)

- গঠন: ২১ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনী মিলে ‘যৌথ বাহিনী/ কমান্ড” গঠন করে
- ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে বলা হত: মিত্রবাহিনী
- মিত্রবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যৌথ যুদ্ধ করে: ৩-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ফিল্ড মার্শাল শ্যাম জামসেদজি মানকেশ

- যৌথ কমান্ডের প্রধান ও ভারতের সেনাপ্রধান

জেএফআর’ জ্যাকব

- ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ

লে. জে জগজিৎ সিং অরোরা

- যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার

৩ ডিসেম্বর

- পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা করে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

৪ ডিসেম্বর

- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পত্র লেখেন
- নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সিনিয়র জর্জ বুশ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের শিরোনাম দেওয়া হয় ‘পাক-ভারত যুদ্ধ’
- Uniting for Peace Resolution এর আলোকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে যায়। সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত যুদ্ধ বিরতি প্রত্যাখ্যান করে

৬ ডিসেম্বর

- প্রথম জেলা হিসেবে যশোর হানাদার মুক্ত হয়।
- ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।
- দু'বাহিনীর (বাংলাদেশ-ভারত) আক্রমণে পাকিস্তানের সবকটি বিমান ধ্বংস হয়ে যায়- ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৬ ডিসেম্বর: প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা (যশোর)

সপ্তম নৌবহর

- যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী জাহাজগুলো নিয়ে সপ্তম নৌবহর গঠিত ছিল। পাকিস্তানকে সহযোগিতা করার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর নৌবহরটি বঙ্গোপসাগরে এসেছিল। সপ্তম নৌবহরের সবচেয়ে USS Enterprise। জাহাজটিতে ৭৫ টি জঙ্গি বিমান এবং পারমাণবিক বোমাও ছিল। কিন্তু সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়।
- সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল - ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগর থেকে।

১২ ডিসেম্বর

- মেজর রাও ফরমান আলীর সভাপতিত্বে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা তৈরি করা হয়।

১৩ ডিসেম্বর

- যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়- ৩য় বার
- USSR- ৩ বারই ভেটো দেওয়ার কারণে যুদ্ধ বিরতি হয়নি।

১৪ ডিসেম্বর

- পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক ও বাঙালি ডা. মালেক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে রেডক্রসের নিয়ন্ত্রণাধীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল

- পরিচয়: দেশের প্রথম পাঁচ তারকা হোটেল (যুদ্ধকালীন নিরপেক্ষ এলাকা)
- পূর্ব নাম: শেরাটন এবং রূপসী বাংলা
- অবস্থান: ১ নং মিন্টো রোড, রমনা, ঢাকা (প্রতিষ্ঠা: ১৯৬৬ সাল) ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে এটি ছিল: No War Zone বা নিরপেক্ষ স্থান
- নিরপেক্ষ স্থান হিসাবে ঘোষণা করে: International Red Cross

১৪ ডিসেম্বর

- আল বদর ও আল শামস নামক দুটি ঘাতক বাহিনীর সহযোগিতায় হানাদার বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

১৪ ডিসেম্বরে শহিদ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীদের নাম

- জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
- ডাঃ ফজলে রাব্বি
- সুরকার আলতাফ মাহমুদ
- সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সার
- সাহিত্যিক আনোয়ার পাশা
- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- সাংবাদিক সেলিনা পারভীন
- সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী
- অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
- ডক্টর আলীম চৌধুরী
- ডক্টর সিরাজুল ইসলাম খান

মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন

- **Operation Blitz:** বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে সামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার ষড়যন্ত্রই Operation Blitz।
- **Operation Searchlight:** পূর্ব পাকিস্তানে পাক সামরিক অভিযান।
- **Operation Big Bird:** বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি করার প্রক্রিয়ার নাম।
- **Operation Jackpot:** বঙ্গোপসাগরকে শত্রুমুক্ত করতে ১০নং সেক্টরের নৌবাহিনীর সদস্যরা যে অভিযান পরিচালনা করে তার সাংকেতিক নাম অপারেশন জ্যাকপট। পরিচিতি-"নৌ কমান্ডো পরিচালিত গেরিলা অপারেশন"।

- **Operation Kilo Flight:** নবগঠিত (৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম ইউনিটের নাম কিলো ফ্লাইট।

- **Operation Close Door:** মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাদেশে মানুষের কাছে যে অবৈধ অস্ত্র ছিল তা জমা নেওয়ার জন্য যে অভিযান পরিচালিত হয় তা অপারেশন ক্লোজডোর নামে পরিচিত।

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অপারেশন জ্যাকপটে নৌ-কমান্ডারদের আক্রমণের সাংকেতিক নির্দেশ দেয়া হতো – স্বাধীন বাংলা বেতারের গানে।

চূড়ান্ত বিজয় ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

- চূড়ান্ত বিজয়: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বৃহস্পতিবার, বিকাল ৪ টা ৩১)
- স্থান: ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ: যৌথ বাহিনীর কাছে
- আত্মসমর্পণকারী সৈন্য: ৯১,৬৩৪ জন (প্রচলিত: ৯৩ হাজার)
- আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন: ২ জন। যথা- ১. যৌথ বাহিনীর পক্ষে: লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা ২. পাকিস্তানের পক্ষে: আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি
- বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন: এ.কে.খন্দকার

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা

১৯৭১
ডিসেম্বর

১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা।

Thank You